BENGALI

Healthier Scotland
Scottish Government

অঙ্গ দান এবং ধর্মীয় বিশ্বাস

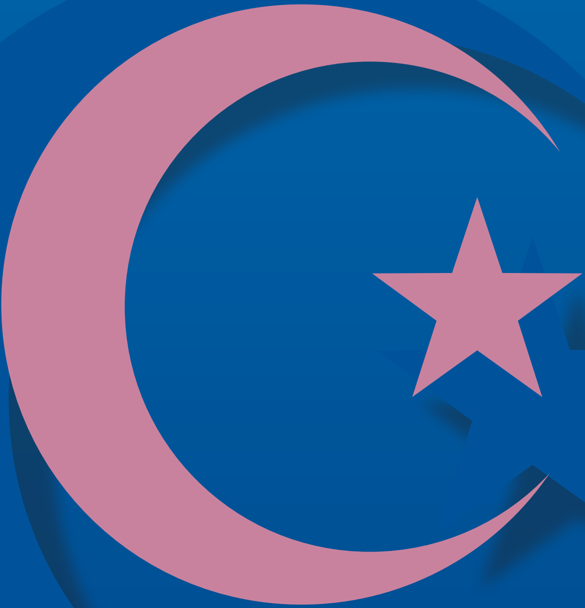

অঙ্গ ও টিস্যু দান এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে একটি নির্দেশিকা

মুসলিম ধর্ম ও অঙ্গ দান

অঙ্গ ও টিস্যু দানের ব্যাপারে সূচনা

অঙ্গ এবং/বা টিস্যু প্রতিস্থাপনের দরকার থাকা কোন ব্যক্তির সাহায্যের জন্য কারো শরীরের কোনো অঙ্গ ও টিস্যু দান করা হল সেটি তাকে উপহার হিসাবে দেয়া। অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রতি বছর স্কটল্যান্ডে বসবাসকারী শত শত লোকের জীবন রক্ষা পায় বা তাদের জীবনের মান উন্নত হয়। তবে, যুক্তরাজ্যে (UK) গড়পড়তায় প্রতিদিন কেউ না কেউ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের অপেক্ষারত থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

মৃত্যু ব্যক্তির অঙ্গ দানের মধ্যে রয়েছে হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, কিডনি, লিভার, প্যানক্রিয়াস এবং ক্ষুদ্রান্ত্র। এছাড়া অন্যান্যদের সাহায্যের জন্য টিস্যুও দান করা যায়, যেমন হার্টের ভাল্ব, শরীরের রগ, কর্নিয়া ও ত্বক। জীবিত থাকা অবস্থায় কিডনি, হাড় বা মাঝে মধ্যে লিভারের অংশ বিশেষও দান করা যায়।

মৃত্যুর পর অঙ্গ ও টিস্যু দান করার ক্ষেত্রে

একজন রোগীর জীবন বাঁচাতে ডাক্তার অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা সম্ভব সবকিছু করবেন। একজন রোগীর জীবন বাঁচাতে সব ধরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কেবলমাত্র অঙ্গ বা টিস্যু দানের কথা বিবেচনা করা হয়।

একজন ব্যক্তির মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে তার মৃত্যু নিশ্চিত হবার পর অধিকাংশ অঙ্গ দান সম্পন্ন হয়ে থাকে যেটি 'ব্রেইনস্টেম ডেথ' নামেও পরিচিত। এই পর্যায়ে একজন ব্যক্তি মস্তিষ্কের মারাত্নক আঘাত নিয়ে ভেন্টিলেটরের সাহায্যে একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেয়ার ইউনিটে থাকেন। মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের স্টেমটি এসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটি কোমা বা অচেতন অবস্থায় থাকার মত একই বিষয় নয়। এই পরিস্থিতিতে অঙ্গ প্রতিস্থাপন দলের সাথে সম্পৃক্ত নন এমন দুইজন উর্ধতন ডাক্তার কঠোর নিয়মনীতি অনুসরণ করে আলাদা আলাদা ভাবে দুই বার রোগীকে পরীক্ষা করে দেখেন।

ব্রেইনস্টেম ডেথ নিশ্চিত হবার পরেও রোগীকে ভ্যান্টিলেটরে রাখা হয় (এটি একটি যন্ত্র যা ফুসফুসে বাতাস প্রবেশে এবং শরীরের সবজায়গায় রক্ত চলাচলে সহায়তা করে)। ভ্যান্টিলেটরের সাহায্য শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেনের সরবরাহ বজায় রাখা হয়।

বিকল্প অবস্থায়, একজন ব্যক্তির 'সার্কুলেটরি ডেথ' এর পর অঙ্গ দান করা যেতে পারে, এটি হল যখন একজন ব্যক্তির হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্যায়ে চিকিৎসকরা রোগীর পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্মত হন যে রোগীর বেঁচে থাকার আর কোনো বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা নেই এবং সেই পর্যায়ে রোগীর জীবন বাঁচিয়ে রাখার চিকিৎসা প্রত্যাহার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ইসলাম ধর্ম ও অঙ্গ দান

অঙ্গ দান নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। একজন ব্যক্তির অঙ্গ দানের সিদ্ধান্তটি তার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। ইসলামিক নির্দেশনার আলোকে যেসব মুসলমান অঙ্গ দানের ব্যাপারে চিন্তিত তাদের উচিত হবে ভিন্ন ভিন্ন এসব মতামত নিয়ে তাদের পরিবারের সদস্য, স্থানীয় ইমাম ও হাসপাতালের চ্যাপলাইনের সাথে আলোচনা করা।

সুন্নী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি

ঐতিহাসিকভাবে, এবং আজকাল অনেক মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে অঙ্গ দান করা *হারাম*, অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এর কারণ হল মানুষের মরদেহকে পবিত্র হিসাবে দেখা হয় এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে মানুষের মৃত্যুর পরেও তাদের শরীর পবিত্র থেকে যায় এবং মরদেহের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, 'মৃত্যু ব্যক্তির শরীরের হাড় ভাঙ্গা যেন আমি জীবিত থাকা অবস্থায় আমার শরীরের হাড় ভাঙ্গা'।

একইভাবে পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যেঃ
'যদি কেউ একটি জীবন বাঁচান তিনি যেন সমস্ত মানব জাতির জীবন বাঁচালেন'।

সুতরাং এই আয়াত থেকে অনেক মুসলমান মনে করেন কারো শরীরের অঙ্গ দান করা একটি পবিত্র কাজ।

1995 সালে মুসলিম ল্ (শরিয়া) কাউন্সিল ইউকে একটি *ফতোয়া* জারি করে বলে যে ধর্মীয় আদেশ অনুযায়ী অঙ্গ দান জায়েজ। 2019 সালে মুফতি মোহাম্মাদ বাট নীতিগতভাবে সম্মত হন যে এটি জায়েজ কিন্তু পূর্বের মতামতের সাথে তিনি অমত পোষণ করে বলেন যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার পরেই শুধুমাত্র অঙ্গ সরিয়ে নেয়া যাবে, তবে সর্ব প্রথম ফতোয়াতে বলা হয়েছিল যে একজন ব্যক্তির ব্রেইনস্টেম ডেথ সম্পন্ন হবার পর তার শরীরের অঙ্গ সরিয়ে নেয়া যাবে।

অতি সাম্প্রতিক সময়ে, 2020 সালে শায়খ ডঃ রাফাকাত রশিদ বিষয়টির উপর লিখিত আরো মতামত জানিয়েছেন, যেখানে তিনি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য প্রমাণ দেখিয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে একজন ব্যক্তির ব্রেইনস্টেম ডেথ তথা গ্রহণযোগ্য নিশ্চিত মৃত্যু সম্পন্ন হবার পর তার শরীরের অঙ্গ নেয়া জায়েজ।

সারমর্ম হল সুন্নী মুসলমানরা তাদের মৃত্যুর পর অঙ্গ দানের ব্যাপারে তিনটি অবস্থানের মধ্যে একটি বেছে নিতে পারেন। তারা নিম্নোক্ত যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন:

1. ব্রেইনস্টেম ডেথ (DBD) বা সার্কুলেটরি ডেথ (DCD) এর পর তাদের অঙ্গ দান

2. তাদের অঙ্গ দান কিন্তু শুধুমাত্র সার্কুলেটরি ডেথের পর

3. অঙ্গ দান না করা

স্কটল্যান্ডের কিছু কিছু সুন্নী ইমাম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের কিছু মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল:

"অঙ্গ দানের ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম কী বলে সে ব্যাপারে জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি অপশন ও সদকায়ে জারিয়া (চিরস্থায়ী দান) হিসেবে মানুষের দেখা উচিত কারণ মানুষের অঙ্গের ভীষণ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে"।

*(ডঃ ইব্রাহিম আলোইয়ি,
ইমাম, আবেরদিন মসজিদ)*

"ভীষণ প্রয়োজনের খাতিরে ও একজন মানুষের জীবন বাঁচাতেই শুধুমাত্র অঙ্গ দান করা যাবে। মৃত্যু ব্যক্তির সম্মান ও পরিচর্যার বিষয়গুলোকে এমনভাবে প্রাধান্য দিতে হবে যেন তিনি জীবিত আছেন"।

(মাওলানা আব্দুর রেহমান আবিদ, মসজিদুল ফুরকান, গ্লাসগো)

"অনেক বছর যাবত আমার নাম ডোনার রেজিস্টারে থাকায় আমি গর্বিত। অঙ্গ দানের গুরুত্ব ও এর উপকারিতা সম্পর্কে অতীতের যেকোনো সময়ের থেকে এখন আমি অনেক বেশী বিশ্বাসী।"

(শায়খ আব্দুল আজিজ আহমেদ, শিক্ষক, মদিনা ইনস্টিটিউট, সাউথ এলাহী ও নর্থ ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্সিল)

শিয়া মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি

শিয়া মুসলমানরা নিম্নোক্ত যে কোনটির একটি বেছে নিতে পারেনঃ

1. সার্কুলেটরি ডেথের (DCD) পরেও শুধুমাত্র তাদের অঙ্গ দান করা

2. অঙ্গ দান না করা

বর্তমানে শিয়া মুসলমানরা এব্যাপারে দুটি প্রধান মতবাদ ধারণ করেন, এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় মতবাদটি কম পরিচিতি পেয়েছে। (শিয়া মুসলমানরা যেহেতু বর্তমানের ধর্মীয় নেতাদের কথা অনুসরণ করেন সেজন্য এটি অবশ্যই এমন হতে পারে যে এসব ধর্মীয় নেতার পরিবর্তন হলে উক্ত বিষয়ের উপর বর্তমানের মতবাদটিরও পরিবর্তন হতে পারে)।

মৃত্যুর পর অঙ্গ দানের অনুমতির বিষয়টিতে আয়াতুল্লাহহ আল সিসতানি স্বীকৃতি প্রদান করেননি (যতক্ষণ না অন্য আরেকজন মুসলমানের জীবন উক্ত অঙ্গ প্রতিস্থাপনের উপর নির্ভরশীল)।

আয়াতুল্লাহহ খামেনী অঙ্গ দানের অনুমতি প্রদানের পক্ষে মত দিয়েছেন এই শর্তে যে মরদেহটি যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন না হয় । শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ দানের ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ অপসারণকে মৃত দেহটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার সাথে তুলনা করা হয়েছে ফলে এর অনুমোদন প্রদান করা হয়নি।

আয়াতুল্লাহ মাকরাম শিরাজী কর্তৃক তৃতীয় আরেকটি কম পরিচিত মতবাদ যেটি মরহুম আয়াতুল্লাহহ আল খোয়ীর মতবাদের মতই যেখানে বলা হয়েছে মৃত্যুর পর অঙ্গ দান (সেটি ছোটখাটো বা বড় যাই হোক না কেন) করা যাবে যদি সেটি অঙ্গদাতার উইলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে।

পরিবারকে জড়িত করা

অঙ্গ ও টিস্যু দানের ক্ষেত্রে পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আপনার মৃত্যুর পর যদি দেখা যায় যে আপনি আপনার অঙ্গদানের ব্যাপারে আগেভাগেই মতামত জানিয়ে গেছেন তাহলে আপনার নিবন্ধনকৃত মতামতটি জানার জন্য (দান করা বা না করার মতামত) একজন বিশেষজ্ঞ নার্স NHS-র অর্গান ডোনার রেজিস্টারটি যাচাই করবেন। এছাড়া অঙ্গ দানের ব্যাপারে আপনি কখনও কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিনা এবং আপনার ধর্ম বিশ্বাসের কারণে অঙ্গ দানে আপনার উপর

কোন বাধা নিষেধ আছে কিনা সেটি জানার জন্য তারা আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলবেন।

সুতরাং আপনার সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয়টি আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে আপনার সিদ্ধান্তটির প্রতি সম্মান জানানো তাদের জন্য সহজ হবে। এছাড়া এটি আরও যেটি নিশ্চিত করবে তাহলো, উদাহরণস্বরুপ আপনি সার্কুলেটরি ডেথের পর অঙ্গ দিতে চান কিন্তু ব্রেইনস্টেম ডেথের ক্ষেত্রে সেটি চাননা সেক্ষেত্রে NHS কর্মীরা আপনার ইচ্ছাটিকে সম্মান জানানো নিশ্চিত করতে পারবেন।

যত্ন ও শ্রদ্ধা

সর্বোচ্চ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে শরীরের অঙ্গ ও টিস্যুর অপসারণ করা হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবার পর পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি দেখতে পারবেন এবং তারা চাইলে কর্মীরা একজন চ্যাপলেইন বা ধর্মীয় নেতার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। অঙ্গ অপসারণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সাধারণত কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে এবং এর পর পরই মরদেহটি দাফন কাফনের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে ফেরতে দেয়া যেতে পারে।

আপনার পছন্দ বেছে নেয়া

আপনি আপনার নিজের বা আপনার প্রিয়জনের অঙ্গ দানের ব্যাপারে যে পছন্দটিই বেছে নেন না কেন সেজন্য NHS কর্মী, অন্যান্য মুসলমান বা বৃহত্তর সমাজের কেউ আপনার সিদ্ধান্তটিকে অসম্মান জানাতে পারবেন না।

অঙ্গ ও টিস্যু দানের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন এ সম্পর্কিত তথ্য পেতে ও আপনার সিদ্ধান্তটি **organdonationscotland.org** এ যেয়ে অনলাইনে বা **0300 123 23 23** নম্বরে টেলিফোন করে নিবন্ধন করতে পারেন।

আমি কীভাবে একজন অঙ্গদাতা হতে পারি?

আপনি যদি আপনার মৃত্যুর পর শরীরের কিছু অঙ্গ এবং/বা টিস্যু বা সবগুলো দান করতে চান তাহলে সেটি আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে জানানো ও আপনার ইচ্ছাটিকে সম্মান জানানো নিশ্চিত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল একজন অঙ্গদাতা হিসাবে NHS অর্গান ডোনার রেজিস্টারে নিবন্ধন করা এবং আপনার সিদ্ধান্তটি আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে জানানো। এছাড়া আপনার ধর্ম/বিশ্বাসের বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটি এবং অঙ্গ দান সংক্রান্ত আলোচনায় বিষয়টিকে বিবেচনা করার জন্যও আপনি আপনার মতামত রেজিস্টারে উল্লেখ করতে পারেন।

আমি অঙ্গ দান করতে না চাইলে কী হবে?

আপনি যদি অঙ্গ দান করতে না চান তাহলে আপনার সিদ্ধান্তটি NHS অর্গান ডোনার রেজিস্টারে নিবন্ধন করা ও আপনার পরিবারকে সেটি জানানো জরুরী। আপনি সবগুলো অঙ্গ বা টিস্যু দান করতে চান না কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ বা টিস্যু দান করতে চান এমনটি যদি হয় তাহলে 'অঙ্গ দান করতে চাইনা' অপশনটি আপনি বেছে নিবেন না। এর পরিবর্তে আপনি একজন অঙ্গদাতা হিসাবে নিবন্ধন করবেন এবং আপনি যেসব অঙ্গ বা টিস্যু দান করতে চান শুধুমাত্র সেগুলো নিবন্ধন করুন।

অঙ্গ ও টিস্যু দান, আপনার পছন্দ বেছে নেয়া এবং কীভাবে নিবন্ধন করতে হয় সেসব ব্যাপারে আরও তথ্য জানার জন্য **organdonationscotland.org** এ ভিজিট করুন বা **0300 123 23 23** নম্বরে কল করুন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার
স্কটিশ সরকার বুশরা রিয়াজ, শায়খ আব্দুল আজিজ আহমেদ ফেডেরিক্স, ডঃ নাজিম ঘৌরি, ডঃ শায়রা দার, ডঃ জুবির আহমেদ, শায়খ হাসান রাব্বানী, শায়খ রুজয়ান মোহাম্মাদ, ইমাম সাইদ রাজওয়ী, মিজ আরাম আল-মামুরি, স্কটিশ আহলুল বায়িত সোসাইটি ও পাশাপাশি এই লিফলেটটি প্রস্তুতে যারা তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চায়।

সর্বশেষ হালনাগাদ ডিসেম্বর 2020

OLC230P 2012